তারিখ ... 07 SEP 2016
পৃষ্ঠা ... ১২ ... কলাম ... ৩

দৈনিক
আমাদের সময়

টাস্কফোর্সের কার্যক্রম বন্ধ দাবি কিন্ডারগার্টেন ঐক্য পরিষদের

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

অননুমোদিত কিন্ডারগার্টেন স্কুল প্রতিরোধে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় গঠিত টাস্কফোর্সের কার্যক্রম বন্ধ করার দাবি জানিয়েছে বাংলাদেশ কিন্ডারগার্টেন ঐক্য পরিষদ (বিকপ)। এ ছাড়া কিন্ডারগার্টেন নিবন্ধনে আবেদন জমার সময়সীমা কমপক্ষে এক বছর বাড়ানোর দাবি জানিয়েছে বিকপ। গতকাল জাতীয় প্রেসক্লাবের কনফারেন্স লাউঞ্জে এক সংবাদ সম্মেলনে এসব দাবি জানানো হয়। সংবাদ সম্মেলনে বিকপের পক্ষ থেকে ৬টি দাবি উত্থাপন করা হয়। এসবের মধ্যে কিন্ডারগার্টেনের নিবন্ধন-প্রক্রিয়া গতিশীল করা; শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে সেবামূলক প্রতিষ্ঠান হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে পানি ও বিদ্যুৎ বিল আবাসিক হারে নির্ধারণ করা এবং রিভিউ কমিটির সভা প্রতি মাসে একবার করে করার দাবি রয়েছে। সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পড়ে শোনান ঐক্য পরিষদের মহাসচিব মো. রেজাউল হক। এ ছাড়া উপস্থিত ছিলেন পরিষদের সভাপতি মো. ইসকান্দার আলী হাওলাদার, উপদেষ্টা একেএম ফজলুল হক, সহসভাপতি মো. হাবিবুর রহমান, মো. নূরুজ্জামান কায়েস, এমএ রশিদ মিয়া ও যুগ্ম মহাসচিব মো. আশরাফ আলী মোল্লা।

লিখিত বক্তব্যে মো. রেজাউল হক বলেন, বর্তমানে প্রায় ৬৫ হাজার কিন্ডারগার্টেন ও সমমানের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। এসব প্রতিষ্ঠানে এক কোটিরও বেশি শিশু শিক্ষালাভের সুযোগ পাচ্ছে। এ ছাড়া সাত লাখ শিক্ষক-শিক্ষিকা ও প্রায় দেড় লাখ চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীর কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হয়েছে।

তিনি বলেন, ২০১২ সালের ২৯ আগস্ট প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সংশোধিত নিবন্ধন বিধিমালা জারির পর থেকে হাজার হাজার কিন্ডারগার্টেন ও সমমানের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নিবন্ধনের জন্য আবেদন করেছে। কিন্তু বিভাগীয় উপপরিচালকের দায়িত্বহীনতার কারণে অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানই নিবন্ধন পায়নি।